মানসলীলা।
(বিজ্ঞান-মূলক নাটক)

বর্ধমানাধিপতি-মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর
শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর বিজয় চন্দ্র মহতাব,
কে, শি, এস, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এস;
বিরচিত।

সন ১৩২০ সাল।

বর্ধমান রাজবাটী

All rights reserved.
ওঃ

উঠ, জাগ, ভ্রান্তিত্যাগ, লভিয়া শান্তি বিরাগ,
সত্যে কর অনুরাগ, সত্য মাত্র আছে সার।

উসঙ্গ পত্র।

গৃহ-অবস্থায় অধ্যয়ন
ঘটনাগুলো ও অবস্থাগুলো
শুনি উপদেশ

গৃহ

(নামের লেখা)
নাট্রোলিখিত চরিত্র-নিচয়

চন্দ্রজিৎ ... ক্ষত্রিয় রাজার্থি।
কমলকুমারী ... উক্ত রাজবংশের যৌগাশ্রমের সেবিকা।
মনননীলা ... উক্ত যৌগাশ্রমের অপর সেবিকা।

জন্মেক যুবক, উদাসীন, ঘারপাল, দণ্ডী ইত্যাদি।
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃষ্ট।

স্থান—রাজকীয় চক্রবর্তীর যোগাযোগ।  
( রাজা চন্দ্রজিং ধ্যানসধৃঢ়ে গাহিতেছেন।)

টোঁড়ী ভৈরবী—একতালা।

আঁধার জীবনে তুমি যে গো আলো,  
জ্যোতিষ্ময় তুমি, আর সব কালে,  
তোমা বিনা কিছু, নাহি প্রাণে ভাল ।

লাগে বিধাতা, দাতা, পাতা, তাকাঁ  
লহ বৃহে বিভূ, এই রাজ্য তব,  
ছেড়ে দিও মোরে ওঠে ভৈরব,  
বাসনা অস্তরে, যেতে মাযাপারে,  
ডাকেহে পাতকে, তাই অবিরত॥

শুক্লমলকুমারার প্রবেশ ও রাজধানী সম্প্রদায়ে অভিবাদন।

চন্দ্রজিং—কি মা আনন্দসময়ি, এলি মা?  
কমলকুমারা—হঁ আর্য্য।
মানসলীলা

চন্দ্রজিং—দেখুন, কমল! আজীবনটা ডোলানাথকেই
ভেকে আগছি, কিন্তু আজ কেন জানি না একবার
সেই পাগলী বেটোকে ভাবতে ইচ্ছে যাচ্ছে।
একবার সেই ধীর স্বরভাবে সম্পূর্ণে দাঁড়াত মা।

(কমলকুমারীর নিশ্চল ভাবে রাজবির সম্মতে দাণ্ডায়মান
হৃদয় ও চন্দ্রজিংরের ধানমন্ত্র হইয়া গিয়া গিয়া)

কারণ—একতালা।

ওকালতন্ত—বাতিলতন্ত, করুণাময়ী মাগো।
তাপতন্ত—শাস্তকারণ, আনন্দময়ী মাগো।
দেখাগো মানি নিরাকৃত পথ, পূর্বকর মা মনোরথ,
ছায়া মুছায়ে, মায়া ঘুচায়ে, দে দয়াময়ী মাগো।

(একদিক দিয়া সজ্জল নয়নে রাজবিকে অভিবাদন করতঃ কমলকুমারীর
প্রধান ও অপরাধ দিয়া সুহাত বদন মানসলীলার প্রবেশ)।

চন্দ্রজিং—কি লীলা, তোর সংবাদ কি, আজ কোন
আলোচনা করবি না?
মানসলীলা—এ দাণ্ডে কে না দম্পালে বুঝি স্থিত হয় না?
‘পতিত-প্রেম’ ‘পতিত-প্রেম’ বলে বলে আঁধায়
দেখে বিতোর হও আর আমি সেই সঙ্গে অনন্ত
দহনে জলে মরি। প্রভু! তোমার এ কি
আচরণ? তুমি সিদ্ধপুরুষ হও। আর নাই হও, আমাকে ভালবেসে তোমার বিকার ঘটুক আর নাই ঘটুক, আমায় এত ভাল বেসো না। আর যদি বাস আমার শরীর যন সব গ্রহণ কর। এ 'ধরা ধরা ধরা দেব না' এ ভাব আমি সহ্য করতে পারবো না। আর না হয় বল আমি যথা যন চলে যাই।

চন্দ্রকিং—মানসলীলা, আবার সেই পরলোক বাহিতেছ, কতবার বলিয়াছি তুমি আমার আমার প্রতিচ্ছয়া, তুমি মানস-রূপে আমার সেই আদ্ভুতিক-রূপ। আমি জান তুমি শক্তি, আমি পুণ্য তুমি রূপ, আমি বিবেক তুমি আলোক। ইহাতেও কি তোমার পরিভাষ্প হয় না? আমার এক্ত আমি আমাকে তোমায় সম্পূর্ণ দিয়াছি। তাহা সত্যের, তাহা পাইয়া কি আমার এই পোড়া দেহের জন্য তোমার আকাশ গেল না? চি চি মায়াময়! এ সব ভাব তোমাতে সাজে না। পরিভাষা উপলব্ধ কর, কারণ তাহাই অটুটি: ধাক্কাইতে, তাহাই চিরন্তনী, আর সব ফুৎকারে
মানসলীলা।

নিভিয়া রাইবে। লীলা, লীলা, ভূমি আমার মানস-উদ্যানের অপূর্ব পুপ্পা তাহাতো-ধান। আমার অন্তরের পারিপার্জন, যত দেখি তত আনন্দ পাই। আর যাদি সেই পারিপার্জনতীকে মানস-উদ্যান হইতে উঠাইয়া জীব জগতে আনি, তাহা হইলে আমার হস্ত-স্পর্শে তাহার স্বৰ্গীয় পাপ্ত্রিত একে একে খাসিয়া পড়িবে, তাহার পবিত্রতার মলিনতায় পরিণত হইবে, তাহার প্রকৃতি তাব বিশ্বক হইয়া যাইবে। এবংতরা! রোঁজ রোঁজ। কুর জোড়ে বলি—এই পবিত্র প্রেম বোঝ। তোমাকে পাপতাবে স্পর্শ করিলে তোমায় যে আর পাইব না। ভূমি, প্রকৃত ভূমি, অনন্তে মিশিয়া যাইবে, আর আমি নিয়ম সংযম হীন হইয়া সর জগতের শত তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িব।

মানসলীলা।—প্রভু, সব চঞ্চি কিয়া দুর্বল আমি, আমার এতে সাধ মেটে না। আমার মনে হয় ভূমি আমার কুল মন সব নাও, অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শের স্বখে আমায় মাতোয়ারা কর। আর আমি এ ভাবে আর থাকব না, থাকব না, থাকব না।
চলন্তি—(কর্মভাবে) এ জীবন না সহ্য হয় প্রশস্তদার
সম্মুখে, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। যখন আমার
অপেক্ষা আমার এই স্থূলবোধ তোমার প্রিয় তখন
বপূর বিলাস-উপাদাননিচ্ছ নিশ্চয় তোমার
মনে ভুলাইয়াছে। যাও—এ অন্তরভের
পবিত্রতায় তোমার হংসকেপ কারিবার অধিকার
নাই। যথা মতি তথা গতি হাও।

মানসিকলাল্য—(রোম ঘরে) এই কি ধর্মান্ত? এই কি নিয়ম?
এই কি সংযম? রেখে দাও তোমার বৃত্তি ও
.তুর্ক—বদন আর বদন্ত। আমার মন হরণ করে,
.আমার জ্ঞানায় কলুষ এনে, আমার দুর্বলতার উপর
.চাপ দিয়ে, এখনও দণ্ডায়তে চাও? আমার মনে
.অশাস্তি দিয়ে আমাকে পথের ভিত্তারিণী করতে
চাও? তুমি নির্বাক, তুমি চগুল, তুমি কাপুরুন।
তুমি আমার সবই হরণ করেছ। ধিক্তোমার
জীবনে! ধিক্তোমার প্রেমে! ধিক্তোমার
.মনুযায্যতে—
চলন্তি—(বাখা বিদ্যা) মায়াবিনি! আজ অনেক আশা
.ভরসা তোমার কথায়, তোমার নির্দ্যতায় ভাঙিয়া!
মানসলীলা।

যাহীতেছে। তুমি সম্বলাসীর প্রেম বুঝিতে পারিতেছ না তাই এইরূপ প্রলোপ বকিতেছ। যাহা হউক এ আশ্রমের আর অকল্যাণ সাধিও না। এখন যাও, পরে উপরনে তোমার সহিত সাঙ্কাৎ করিব এবং তথ্যাং তোমার এই বিভীষিকায় অহিতমক্র প্রস্তাব সকলের যথার্থিতি উত্তর দিব।

(মানসলীলার চক্ষুতে দিকে কামাসঙ্কা ভাবে নিনিমেষ নরনে চাহিতে চাহিতে প্রথান।)

চক্ষুতি গুপ্তায় স্বরে গাছিলেন।

ইমনকলাপ—তেওড়া।

মহাবীরের বল বীর্যহীন
ধন্যপালে বলি অধান্যক্ত
বুঝিয়া বুঝিলি না,
আমি কামী নাহ পাপী নাহি
রাজজিরে চাঁদাল।
ভাঙ্গ নিজ কপাল॥
পূতপ্রাণে দিলি যাতনা,
নাহ ভূঃ ভূচ ভূপাল॥

(প্রথান)
দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম পালক্ষর উপবন।

(চন্দ্রজিঙ্গ চিন্তায় মন; ক্ষণকাল একটি পরিক দেখিয়া গাছিলেন)।

গানের—সাপভাল।

কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের মিছে ভাবনা।
কেনবা কষ্ট, কেনবা রোষ, কেনবা এত যাত্ন।
ধন আমি আঁচি তোমাতে, তথায় আমি তেজে আসিতে,
মানসে গ্রানি, মানস-মানসী, মানস-কমল-কমল,
মধুর ভাবে, মধুর ক্রান্তি, সাম্প্রতি রাখিয়ে বিদায় দাও অর তা যদি না
মধুর রোগে, মধুর শান্তি,
মধুরে তোরে, ক্রুদ্ধতারায়ে,
(বেঁচে মানসলালীর প্রবেশ)

মানসলালী—আবার ঐ গান! আবার ছলনা! হয় আমাকে নাও, আর তা না নাও, ত আমার যৌবনের প্রীতি জন্ম ধন রক্ত দিয়া। বিদায় দাও অর তা যদি না
দাও তবে আঁটি মর্যৎ।

(তীক্ষ চুরিক। কটি দেখে হইতে বাহির করিয়া। নিজ ব্যক্তি বিদ্ধ করিবার
উদ্দেশ, দুঃখের কমলকান্তার প্রবেশ ও মানসলালীর নিজ রচিতে
চুরিক। দুঃখে নিকৃত করতঃ তাহাকে হই বাহি দীর্ঘ পরিবেশন)।
চন্দ্রজিং—যাঁকে ভব ভাবায়, ভব ঘুরায়, ভব ভোলায়, তাঁকে আমার মাথে কি কষ্টকিন্নর হইবে, মায়ার ঘূর্ণিবে হইতে রক্ষা কর। । লীলাময়ী মানস প্রতিষা। তোমার ভবিতব্যে যাহা আছে তাহা অন্তর্দৃষ্টিতে বেশ দেখিতেছি। হায়, আমার পরিদর্শন ভালবাসার যে এই প্রতিদান হইবে তাহাত সে পাই ভাবি নাই। যাকু, বঝেছি আমারও এখন মানুষ হইতে বিলম্ব আছে। এই লজ্জা লীলা, ধন রত্ন লক্ষ। (অর্থ ও রত্নাবলি প্রদান): পাথরি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। তোমার যৌবনের প্রথম পিপাসা মিটিয়া গিয়াছে ভাবিয়াই তোমায় আমার হার হয়েছে পরিত্রৈ প্রেম দেখিয়া সাহসী হইয়াছিলাম। । এখন দেখিতেছি তাহ। আমার মহা ভয় হইয়াছিল, কারণ এখনও নব নব পিপাসা তোমার হার হয় কে ব্যাঙ্কাত করিতেছে, এ সকলে যে তোমার সঙ্গ হইবে না তাহা বুঝিতেছি। কামের বস্তুচিন্তা হইয়া তুমি কোন মোহ-সমুদ্রে ভাসিয়া যাইবে জানি না, তবে জানিও, জীবনের ভাট আরস্ত হইলে আবার এই দিকেই আসিতে হইবে। লালি তুমি এই উন্মত্ততার
জানালোনা।

জোয়ারে এখন যেখানেই ভাসিয়া যাও না। কেন, মনে রাখিও, এ সম্প্রসী-হৃদয় তোমার জন্য পাতা রহিল। বখনই ক্রান্ত, শ্রান্ত, শ্রান্ত, কূলহার, প্রাণহার হইয়া পড়িবে তখনই আসিও, আমার এ মানস-মনিতে তোমার যে স্থান সংরক্ষিত আছে তাহা কখনও অন্যের অধিকারে যাইতে না; লোলা, বৃষ্যাছান্ত ? বৃষ্ণিলে ত, লোলা ? এখন যাও, যেখানে নিয়তি লইয়া যাইতেছে তথায় যাও। তবে স্বর্ণ রাখিও সত্ত্বনা না তোমার চেতনা হইতেছে—সত্ত্বনা না মনের ভয় ও কলুম বিদ্রীঢ় হইতেছে সত্ত্বনা আর আমার সাঙ্কাৎ পাইতে না।

(সত্ত্ব) হায়, যারকে এত ভাল বেশী, যার আত্মার হিতের তবে দিবানিশি নিজের যোগশাস্তি ভঙ্গ করিয়া ভেবেছি, কেন্দ্রেছি, তাকে এইরূপে বিদায় দিতে হবে কে ভেবেছিল ! আজ একটা হৃদয়ের মহা-প্রাণী কে যেন চিহ্নে নিজে।

(প্রকাশে) লোলা ! বিদায় ; তোমার শত অপরাধ, শত পাপ আজীবন সহা, ক্ষমা ও বহন করিব।

(মানসলীলার দিকে সকল নয়নে ভাকাইয়া চক্ষুঙ্গের দীর্ঘ- নিবাস ভয়ে করতঃ উপরের নিবিড় প্রাঙ্গনে ধ্বষে প্রবেশ।)
মানসলীলা।

কমলকুমারী—(মানসলীলার গল্পে রূপ গদ্দ গদ্দ খরে ছি ছি! সব হারালি! হায়, হায়, এ কি করুলি!)

(মানসলীলা ও কমলকুমারীর নৌকে প্রশ্ন। চন্দ্রজিতের পুনঃ সম্পূর্ণ আগমন ও দেখি দিয়া মানসলীলা প্রশ্ন করিল সেই * দিকে কষ্ণকাল চাহিয়া গান।)

* বেহাল আড়াঠাটক।

হারালি করম দোসে
বঞ্চি না কেন তো’রে
তুচ্ছ ধন মান লাগি,
করিল মোরে বিরাগী,
নাহি ক্ষুদ্র আচরণে,
তেঁ’র ভাব দরশনে,
আমাকে পার্বার আশা,
পূজিবার নাহি রহে,
বিভূপদে এ মন্তি,
ফিরুক্ত লীলার মতি,

পবিত্র প্রেমের ধারা।
বাসস ভাল, হ্রবহারা॥
হয়ে কাম-অন্তুরাগী,
ঘুঘুকেতে পাঁগলপারা।
যদিচ লেগেছে প্রাণে,
হেরি তো’রে দিষ্টেহুরারা
হইল এবে হুরাসা,
যথা পাপ পূর্ণিকারা।
করুন তোর স্নেহতি
বহুকৃ আনন্দ ধারা॥

* প্রচেষ্টন।

১০


.

দ্বিতীয় অংক।

-----

প্রথম দৃষ্ট।

-----

মানসলীলার সৃষ্টি গৃহ-কক্ষ।

মানসলীলা—(ফগত) রূপযৌবনের লালসায়, চন্দ্রজিতের 
টাকায় বিলাসেরত চূড়ান্ত হয়ে গেল, কিন্তু শাস্তি 
এল কি? রাজসির পাশে কামোপস্থিত চিংড়ে 
নে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শাস্তি ছিল। হায়, 
তাহার নির্মল মনে কি কটাই না দিয়ে এসেছি। 
আজ তিন বৎসরের উপর হল তাঁর দর্শন পাই 
নেই। তাঁর সব কথাই ফলল। তাঁর বিকট 
তাকে সর্ববোধাশ্চ পাবার জন্ত কুল মান 
গিয়েছে বলে ভাষণ করতাম, আর আজ সত্য সত্যই 
সব গিয়েছে। আমি বারবিলাসিনীর অপেক্ষা অধর 
হয়ে, সাহারপুর নীচ পাশবিক প্রেমের তাড়নায়, 
লাল, ভয়, সহ হারিয়েছি। আত্মীয় স্বজন 
সবাই আমায় ভাগ করেছে। হায় কি কর্লাম।

... । ১১৪
মানসবর্ণালা।

আর্য্য ! প্রাণের দেবতা চন্দ্রজিৎ ! দাসীর এদশ্বর কথা তোমার সকল ! কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করে নেই ? তোমার কি দয়া হবে না ? (চন্দ্রজিতের চিত্র নই, চূর্ণ) ভগবান ! চন্দ্রজিৎ পরম দেবতা আর আমি ঘোর পিপাচী, আমি কি তাকে আর পাপ দয়াময় ! আমি দাতে তার সেই নিম্নল পরের অধিকারী হতে পারি, তাকে পেতে পারি, সেই পথ দেখাও ; আমার সব পাপ আশা মিটেছে, এখন আমি তার সেই বক্ষে একঘর এই মাথাটা রেখে কেদে কেদে মরিতে পেলে জ্ঞাত হব। তিনি রাগ করে যখন আমাকে পথের ভিক্ষীকৃত করতে চেষ্টিয়েছিলেন তখন বুঝি তাই যে সেটা আমার হিতের জন্যই।

হায়, তখন সন্দেহ তার নিকট অথৰ জন্য লালায়িত হয়ে, তাকে শত তিরস্কার করে, তুচ্ছ ধন লয়ে এসোছিলাম। আর আজ সেই অথরের জন্য আমার সতীত্ব হারায়েছি—আমার নারী জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়েছি। শুধু তাই নয়, সেই অথরের জন্য কৃত নরপিশাচ আমার দ্বারে
এসেছে। চন্দ্রজিঙ্গ, তুমি একদিন রেগে বলেছিলে
"লীলা তুই আমাকে চাসো, আমার অর্থকে
চাস—কিন্তু এর প্রতিফল তোকে পেতে হবে”—
হে প্রভু! আজ দেখ্চি সে কথা হাতে হাতে
ফল্পে। এই ঘর, এই স্বো সজ্জা দেখেইত
পোঁড়া পুরো আসে, তাদের মধ্যে একজনও ত
আমায় প্রকৃত তাল বাসে না; ভাল বাসেওনা।
হে ঈশ্বর! লীলার প্রায়শ্চিত্ত বেশ হয়েছে,
আরও হোক নাথ—আমি যাতনা পেয়ে, যদি তাঁর
মনে যে কষ্ট দিয়েছি তার কণামায় দুর করতে
পারি, তবে যেন আরও কষ্ট পাই। চন্দ্রজিঙ্গ—
চন্দ্রজিঙ্গ, তোমার পবিত্রত্বদয় না জানি দূরস্তর
তন্তু কতই সহ্য করেছে—না জানি নিঃসৃনে
কতই কেদেছে। জগৎপতি! এতদিনে বৃঢ়িত
চন্দ্রজিঙ্গ কি তিনিঃ। চন্দ্রজিঙ্গ! প্রভু! পালক!
একবার দেখা দাও—তুমি যে বলেছিলে "লীলা
তুই সহ বিলাসের মধ্যে, সহ রশিক্ষাদঃশন—
যাতনা অনুভব করবি"—তা তো হয়েছে।

( রোদন )।
মানসলীলাঃ।

(লীলার পূর্বপ্রেমাধূর্গারী একজন ঘুষকের প্রবেশ।)

যুবক—এখন কান্না রাখ, একশ’ টাকা চাই, এখন নে।
মানসলীলাঃ—টাকা আর কোথা পাব ? সবই ত নিয়েছ।
যুবক—(লীলার কেশাগর্ভ করতঃ)—আবার বজ্জাতি, টাকা দিবো কি আমি বল, তা না হলে আজ মেরে ফেলবো।

মানসলীলাঃ—না, তোমার পাপ হাতে সরতে চাই না।
এই অনস্তগাঁদা শেস সম্বল, তাও নাও, নিয়ে বিক্রী করে তোমার যে টাকার দরকার নাওগে।
ঘরে আর একটা পয়সাও নাই। পাওনাদারেরা রৌজ তাগাদা করছে, মহাজনে বুড়ি কোকদের
বলছে, এই বার ভিক্ষে করে খেতে হবে।

যুবক—তোর আবার ভিক্ষে জুটোবে। (পদাঘাত করতঃ লীলার বাহ্য হইতে সঙ্গে অনন্তী কাজ্ঞাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রহ্লান।)
মানসলৌলা

দ্বিতীয় দৃষ্টি ।

গনিকাপলো ।

( জনৈক উদ্ভাসীনের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ) ।

লম-খামাঙ—ঈঁঠি ।

কখন কি রঙে ধাক
বৃষ্ণী। ভঙ্গিমা দেখে ।

বাঁকা পথে সদা গড়ি,
সোজাটীকে দুরে রেখে ।

পবিত্রতা দিলে ধরে

পায়ে ছুড়ে ফ্যালো তা'রে
কলুষ-কলসী কাকে,

চলনা-অজন চোখে ॥

( প্রস্থান ) ।
মানসলীলা

ত্রিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রজটের বোগাশ্রনের প্রাঙ্গন।

(এক পার্শ্বে মানসলীলার প্রত্যক্ষ মুক্তি, চন্দ্রজট তাহার সমুদ্রে দাঙ্গাইয়া গদ্গদ সরে গাহিতেছেন।)

কাফি—রাপ্তাল।

স্মৃতি মন্দিরের গো
কি পূজা করি সেথা
মানস দহনে,
স্মৃতি বিলোপনে,
তথ্যপিনুতন,
স্মৃতি অনুক্ষণ,
পতিত পাবন,
করহ পালন,
পূজারি আর্মি,
জানে অন্তর্ভূমি।
এসেছে বিজনে,
শায়িতে অনুগমিয়া।
কত শত যেন,
করে পুনঃকামী।
ডাকে অভাজন,
ওহে ভবধায়ি॥

(পশ্চিম মুর্তির দিকে বিকারিত নেত্রে চন্দ্রজট তাকাইতে নাগিলেন। কমল কুমারীর প্রবেশ।)

কমলকুমারী—আর্মি, এত শিক্ষা, এত পবিত্রতা আপনি জগৎময় দিয়েছেন, এ অভিগমনীকে কত উল্লম্ব করিয়াছেন, তথ্যপিনুতন আপনি নিজে এই মায়াবিনী লীলার স্মৃতিটি তুলিতে পারিলেন না? শুধু তাহাই
নহে, সেই স্মৃতিতে জাগরুক রাখিবার জন্য মানস
করিতে 'প্রতিমূর্তি স্থাপন করত': মানসলালার
মানস প্রতায় যে কেন রত আছেন, ভগবান, ইহার
তো যাপ্ত কিছুই বুঝিলাম না। লালাকে তো
আমি অত্যন্তই ভাল বাসিতাম, স্বভাব করিতাম;
তবে সে যে দিন এই অস্থিরে আপনার পরিত
হদয়ে অনর্থক ক্রেত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে
দিন সে আপনার সহ্য উদ্দেশ্যে বাধা দিয়া
গিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহাকে ভাল বাসিলেও
আমি তাহাকে মারকী পিষাচা বলিয়া জানিয়াছি—
চন্দ্রজিং—(বাধা দিয়া) চুপ, চুপ, লালাকে পিষাচার বালিস্
*না। কল্যাণময়, সে যে আমার মানসী, সে যে
আমার পায়াগী শায়া। সে আসিয়া—সন বেশ
বলিছে, সে আসিয়া। আমার পায়র ভালবাসার
মহাপরাক্ষ অতি সমন্বিত। কামলা! আমি যে
তাহার স্ফূর্ত বপুরকে গ্যানা করিতাম, তাহা নহে,
• তবে যাহা নশর, যাহা পাকিলে না, তাহার জন্য
যায়। কারিয়া কি হইতে এই ভাবিয়া তাহার দেহের
কান্তিকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার মানস রূপেরই
•••
ভজনা করিভাষ। সেই জন্য নিশ্চিন্তই মনস-লালকে আমার মনস-হংসের বিন্দু সরুকপে ধ্যান কর্তাতে করিব। ( গেঁজাই হইয়া। কোথায় পাতিক্ত ! সতি সাধ্যা সহস্মিতা আমার। তুমি আগেই গেঁজা। তোমার নায় পার্শ্ব কুশ্ম এ জলন-উঘানে আর পার না। তোমার পাতিক্ত, তোমার পাতির জন্য তাহা স্নায়কার, তোমার পাতির উপর অন্ধকার এ সকল ভোল্লার নয় জলন সাঙ্গ্নিঘ। তবে তুমি আগে গেঁজা ভালই করেছ, কারণ আমাদের অবতরন, কম্পক জন্য। নিজে কম্পকার, করে তাতেই লুত্তাত্তনের নায় জড়াতে ভালবাসি। তুমি পুনর্বত্তা পুনর্বত্তা হয় চলে গেঁজা, আর আমি সহাকৃষ্ণ—কথম থেকে হাবুজড় থেকে এই সঙ্গ মুক্তির তীরে এসেছি। তবে আর বিলম্ব নাই। প্রিয়তম পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে বানুপ্রস্থ অবলম্বনের সময় অতি সম্ভব। এখন সেই পাগলা মহেশ আর যে টুকু বাকী থাকে করিয়ে দিলেই নিশ্চিত। ( একাশে ) মা। কমল-কুমারি ! স্থুত দুঃখের নীচাঙ্গসাত। বুঝি তে। মা।
যেটী কাল সেইটাই ধ’ল—এখন দেখি তো মা।
কমলকুমারী—আর্য্যা, আপনি ধন্ন! আর ধন আপনার তিতিক্ষা! ধন আপনার মানসলীলার প্রতি অগাধ প্রেম! আর ধন আপনার ঈশ্বরান্বরাগ! আর্য্যা, আজ শরীর আমার কাপূর্ছে—কেন বলে বলিছে,
‘কমল তোর ভদ্র বন্ধন ছেড়ের সময় উপভোগ’
দেব, ওরু, পতি, পালক, আজ দাদশ বংসর এই আশ্চর্যে আপনার জানন-সঙ্গনা হয়ে মধু হতে মসুর শিক্ষা পেয়ে শান্তি লাভ করেছে। এখন পিতা বিদায় দিন। এই বৈষ্ণব আমার নাবার জন্য সঞ্চয় করছে। নাই সেই মানস-
সরোবরের ধারে আপনার দুর্বিতি আবার হালাইবার ব্যবস্থা করিগে।

( চন্দ্রজিংহদের পতন ও মৃত্যু)
চন্দ্রজিং—একি! একি! কমল! কমল! কমল আর ইহজগতে নাই? দার্শনিকগণ না সতি—
যা, কোথায় পালাবি সব নালে কিছু তুই, মানসলীলার আর আমি যাব না। উঠলো চুলবে,
আবার উঠলো। যতদিন না ভাববক্তে
মানসল্পীলা।

আলাতে কার্যে শেষ হচ্ছে, তুজ কড়া বা চাড়াল
কড়া বা বামন, কড়া বা রাজা কড়া বা যোগী বেশে
আস্তে বেতে হবে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাদের
দরকার তারাং আস্তে যাবে। (সঞ্চল নয়নে
আলার দিকে চাহিয়া।) রে আলার! আজ আলার-
জীবন শেষ হল, এইবার বনে বনে বেড়াচ।

কললকারার মুখদেহ হকে পঞ্চায়।

ধানি দিশ—একতালা।

সংসারে এতেকি সংসারের সাজে,

সংসারের তরে সংসারের কাজে,
স্বীকাতে তব জাগে মাঝে মাঝে,

অতীত দেখায় ভাবিয়া বৃকায়।
মজেছি, মজেছি, মজেছি মজেছি,
বজেছি, ভেরিং, ভজিয়া ভজাব,
কোপেল পরেশ আবার পরিব,

হেসে চলে বাঁল আনন্দ-আলায়।

(পটক্ষেপন।)

২০
তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্মর কানন

( কাননের দারে ধারণায় পদচারণা করিতেছে, কাননমধ্যে প্রকৃত পক্ষে পরিভাষন করিতে করিতে রাজনী চণ্দ্রজিং শ্রুতমনে গান করিয়াছেন )

রিক্তিত-একতলা

জীবন-শ্বাসানে, দীর্ঘ ধারে কেন এলি লালময়ী ধাইয়া।
স্মৃতির চিত্তাটে, মৃত্তহুতি কেন দিলিয়া মানসে আইয়া।
বোসেছিলু ভাল একজনে আগে, যুবক প্রাণের পর্ণ অনুরাগে,
কর্তৃব্যপালনে প্রেমে ছুড়েছিলু তাঁকে, হৃদ্যুর দেশেতে যাইয়া।
স্মৃতির নদীতে বহে'ছে সলিল, মলিনভাঙ্গয় কভুব। ভূনৌল,
ভূঙ্গে' গে'য়ে বুক করিয়া স্বোতে, অশেষ আচারড় খাইয়া।
সত্তাতের দ্বারে করিনি কখন, জন্যা কানের কাজ আলাপন,
ভাইত শিখতে পবিত্র প্রেমের, হৃদভূত যুরসে গাইয়া।
ভালবাসি তো'রে জীবন ভারিরে, আঁখি মন প্রাণ তাঁদি প্রসারিয়ে,
ম'লেও মানসা পা'ব আমি তো'রে, প্রসনন্দ ধাম পাইয়া।

(চণ্দ্রজিং চিন্তায় মধু হইলেন )

21
মানসলীলা—( ভারদেশে মলিন বসনে আলুলায়িতকেশে রুগ্নদেহে সম্ভবে মানসলীলার ধীরে ধীরে আগমন )।

মানসলীলা—( ভারপালকে সম্প্রোথন করিয়া ) বাবা, তোর রাজা কোথায় ? আমাকে তার কাছে নিয়ে যা নাপু।

ভারপাল—আরে মায়ে, মহারাজতো বন্মে ফিরতা হয়, অভি কিসিকে যানেকা ভুকুম নাহি।

মানসলীলা—বাবা, আজ তিন দিন কিছু থেতে পাইনেই। তাতে হঘু নেই, তবে একবার তাকে দেখে মরতে চাই তোর পায়ে পড়ি বাপ, একবার তাকে খবর দে বলু যে তার হারান হঘু থেতিমাই এসেছে। চোরান।

চন্দ্রজিতঃ ( সর পশ্চাৎ বন্ধন হইতে হরত পদে উগ্রত হয়ে আরিতে আরিতে ) কেনো ? কার হরত ? পরম্বুতভ কেন ভাগে ? সব গেঁথে—কমল গেঁথে লোকাঙ্কেও হারিয়েছে—তবে ও কার হরত ?

মানসলীলা—( অগ্ধর হইতে চন্দ্রজিতের পদ পাঙ্কে পুজাত। হইয়া )—

কমল—কমল ! ! মৃদু জী।

চন্দ্রজিতঃ লোকা, মানসি, হয় হয় ! এই কি আমার সেই লোকা ? এই কি, সেই তড়িৎপ্রভুতি,
কোমললতিকা মানসলীলা ? হে দয়াল !
'করেন সন্ধ্যাতে, বিপিন, এই দিন দেখাবার জন্য
কায়মনোবাকে কত তোমায় তোকে কত
কেঁদেছি, আর আজ যখন সে বাসনা পুর্ণ করুলে
তখন আর স্বর্গ পাকতে পার্ছিলা। কত
পর্ববর্তী, কত ভাব, কত ভালবাস। উদয় হচ্ছে।
লাল, লীলা—আয় তোর ভোলানাথের কোলে
আয়। ( মছিতা লীলাকে কোঁদে উঠাইয়া পড়লেন। )

২২
মানসলীলা।

দ্বিতীয় দৃষ্টা।

রাজপথ।

( জনৈক দশার গানিতে গানিতে প্রবেশ )

কার্তন—জুড়ুক নখন আনন্দে, মানস আনন্দে, হদয় আনন্দে, ভাসে গো।
তোমার পজনে, তোমার ভজনে, তোমার চরণ বন্ধ গো।
তৃমিগো আলোক, আমি অন্ধকার,
ধরণায় তব শান্তি অনিবার,
তব জ্যোতি ধ্যানে, মম সহস্রার,
জান-শতদল ফোটে গো।

( প্রশ্ন )।
তৃতীয় দৃশ্য।

বাঙ্গ-পাসাদের মধ্যে একটি শয্যার কক্ষ

(মানসলীলা মৃত্যু শয্যায় শারিত। পাশে চন্দ্রকিং মলিন বদনে উপবিষ্ট)।

মানসলীলা—কৃতিকারে। প্রাণের দেবতা! মানস পতি!
দাসী সব ভুলেছে, দাসীর সকল পাপের প্রায়-
শিশিত হয়েছে। এখন মৃত্যুকে আর ভয় করি না।
এখন তোমার স্পর্শ, তোমার রূপ, তোমার
নিশ্চিন্ত সবই আমার পক্ষে ধর্প। তোমাকে
দেখে আমার আরেকটু কামনাতনা আসে না,
এখন কমনীয় শান্তি! আহা! তোমার কি সুখের
প্রেম! কি হুন্দর প্রেম! আজ এই তিন সাহস
এ অভাগিনী শয্যায় শারিত। আর তুমি শত কাহু
ফেলে একদিনের ভেরেও তার সঙ্গ ছাড় নাই।
নির্ভীক পবিত্র ভাববাসা। শিখিয়ে, জীবনের
পরপরের পাথেয় দিয়ে, আমায় ধন্য করলে।
(শূন্ত দৃষ্ট) কমল, কমল! আমি শীতা যাচ্ছি।
এবার দেখেই মানস-সরোবরে চন্দ্রকিংতের
মানসলৌলা।

আস্ত্রে কে বেশী অধিকারিণী হতে পারে।
(চন্দ্রজিৎের চাত ধরিয়া ; চন্দ্রজিৎ ! হৃদয় দেবতা।
বল—আবার বল আমায় ক্ষমা করেছ। বল,
আমি মারে, তোমায় পাব। 'বল, অনন্তকাল
তুমি আমার পতি, তুমি আমার পতি, তুমি আমার
মুক্তি হবে।

চন্দ্রজিৎ—(অশ্রূপ্ন লোচনে) লালা ! যা হবার নয় তা
কখন হবে না, যা হবার তা নিয়ত হবে। যা
ছিল না তা থাকবেনা, যা আছে তা থাকবে না।
লালাগায়ি! মানসি! মানসগাঙ্গে ! যে দিন তুই
আমার আশ্রম তাগ করে গিয়েছিলি সে দিন
তোর এই স্থল মানসলৌলাটার অধোগতি ভেবেই
রুক্ত ও চিন্তিত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি তখনও
জ্ঞানতাম, এখনও জ্ঞান, মানসলৌলা মানস-জগতে
আমার,—আর কাহারও ছিল না, হবে না।
স্বতরাং তোকে ক্ষমা না করে কি থাকতে
পারি? তোকে সেই দিনই ক্ষমা করেছি।
শ্রীভগবান যে তোকে এই জীবনেই এত কষ্ট
দিয়ে আলোক দেখালেন, আমি যে, ব্রহ্মচর্যে,
তোমাকে আমার নিজস্ব কর্মার জন্য আঁধারে বস্ত  
হয়েছিলাম তা তোমাকে অন্তস্বান সম্পূর্ণ প্রদান 
করতে পারলাম এ ভাগ্য বড় কম নয়। লোলা, 
আর কোথা নাই, এখন তো আমি অন্যকালের 
জন্য তোর। তুই সে আমার—আর কারও নোসু 
এই সে রুংছিল্লু এই আমার সথেক পূর্ণকার। 
এখন লোলা। "তুমি আর আমি মাঝ 
কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভূনেন।" 
আমি ভোলানাথ আর তুই ভূনা। আমাদের 
বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন জগতের হিতের জন্যই 
হয়েছিল। আমাদের উদয় বিলয়ে জগতের 
উদয় বিলয়।

(মানসলীলাকে আলিঙ্গন)।

মানসলীলা।—উইলা জগতের বক্তে মাথা। রাখিয়া 
করাতো চক্ষুগতের বক্তে নিমিনে নেত্রে চারিহর।।

"অসতো মা সদাময় 
তমসো মা জ্যোতিগময় 
মৃত্যো মৃতমৃত্তৎ গময়।" 
(চক্ষুগত্বক্তে চক্ষু মুষ্টিয়া মানসলীলার মুখ্য)।
মানসলৌল।

চন্দ্রজিং—( সঞ্জল নয়নে ) গেলি মানসলৌল। যা—যা
সেই স্থানে, যেখানে আমিও সাঁচ অজ হতে
তুই আর আমি দিবানিশি একত্রে থাকবে। ধনা 'র
ভগবান! ধনা তুমি! আমার দাঁকা, আমার শিক্ষা,
আজ সম্পূর্ণ হল।

( পটক্ষেপন )
চতুর্থ অঙ্ক ।

শেষ দৃশ্য।

শরণ তুমি ।

'মানসলাল চিত্তায় শালিতা—রাজ্যি চন্দ্রজিং গৈরিক কথার সবং চতুর্থ লীলার চিত্তায় আরো দেখেছেন ।

চন্দ্রজিং—আর কষ্ণকাল সমে৷ সুঃ মানসলালার কিছুই থাকিবেন কিন্তু আজ হইতে সে সম্পূর্ণ আমার, কারণ—' আমি ভাবনা একটি আমি আর আমার ।

যে৷ অর্থাৎ আমি, আমি এই।

(প্রভাতিক চিত্তার দিকে প্রবেশিত দেখিতে দেখিতে নারীহলে প্রতিটি দেখিতে কিন্তু রাখেন ৷

এ৷ disturbances পুড়ে গেল৷

এ৷ দক্ষিণ চন্দ্রজিং গেল৷ এইহী বাহ্য-লীলাকে শেষবিদায়—

(লীলার অর্ধদৃশ অর্ধের মধ্যে চন্দ্রজিং প্রভাতিক চিত্তে একটা প্রভাতিক কাট লইয়া পুরাইয়ে পুরাইয়ে গীত৷)

২১
মানসলৌল।

• ভৈরবী—একতাল।

আগার চিতা দুলিবে বেদিন,
হইবে ভূবন মুখ মলিন,
খোল্টা পাড়িবে, সকলে দেখিবে,
'আমি চলে' যা'ব হাসিয়া।

(বিকট হাস্য)

করমের ডোর, খুলে' গে'ছে মোর,
কেটে গে'ছে সব বিষয়ের ঘোর,
তাই পুষ্পে, পত্রে, পবনে, গগনে,
চলিগো তরঙ্গে নাচিয়া।

(ববনিকা পতন)

সমাপ্ত।
Printed and Published by
K. P. Mookerjee & Co
20, Mangof Lane,
Calcutta.